দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 DEC 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

231

শিক্ষাঙ্গনে

গৃহশিক্ষক

গৃহশিক্ষক কাকে বলে—একথা আজ আর ব্যাখ্যা করা অনাবশ্যক। বর্তমানে শহর পল্লীর সর্বত্রই গৃহশিক্ষক এতই পরিচিত ও বিস্তার লাভ করেছে যে, অশিক্ষিত অভিভাবকও তাঁর পোষ্য শিক্ষার্থীর জন্য গৃহশিক্ষকের কথা ভাবেন। যাঁরা পেশাগত শিক্ষক তাঁদের অনেকেই আজকাল শিক্ষার্থীর গৃহে না গিয়ে নিজ বাড়িতেই একসাথে একাধিক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করেন। গৃহশিক্ষকতা পেশার এ এক নতুন সংস্করণ।

মনে পড়ে, আমরা যখন স্কুল ছাত্র ছিলাম তখনও গৃহশিক্ষকতার প্রচলন ছিল। অনেকেই আমরা শিক্ষকের বাসায় গিয়ে পড়তাম। বিশেষ করে পঞ্চম, অষ্টম ও দশম শ্রেণীতে থাকাকালে। পড়াতেন অংক, বিজ্ঞান, ইংরেজী, বাংলা ইত্যাদি বিষয়ের শিক্ষকগণ। মূলতঃ এ ভূমিকা প্রধান শিক্ষককেই পালন করতে হতো। সে ক্ষেত্রে স্বার্থ ছিল স্কুলের, সুনামের প্রশ্ন ছিল শিক্ষকের।

যাদের দিয়ে ভাল ফলাফলের সম্ভাবনা ছিলো তাদের গৃহশিক্ষকতায় শিক্ষকমণ্ডলী গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করতেন। পারিশ্রমিকের প্রশ্ন তখন গৌণ ছিল। ফলাফল আশানুরূপ হলে কী যেন এক দুর্লভ পারিশ্রমিক প্রাপ্তির ছাপ তাঁদের মুখে ফুটে উঠতো। এমন কিছু কিছু মুখ আজও আমার স্মৃতির পাতায় সুস্পষ্ট হয়ে আছে।

তখন পাঠ্য পুস্তকের বোঝাও বোধ করি এখনকার চেয়ে কম ছিল। মূল বিষয়বস্তু এবং অনুশীলনীর প্রশ্নমালার মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য রক্ষিত ছিল যে, শিক্ষার্থীরা খুব সহজেই প্রশ্নগুলোর জবাব প্রতিপাদ্য বিষয় থেকে আবশ্যক মত উদ্ধার করতে পারতো। অংক বিষয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে অনেক উদাহরণ থাকতো। প্রশ্নমালায় যেসব অংক থাকতো তার অধিকাংশই সম্পাদনে সহায়তা করতো উদাহরণের অংক। অন্যান্য বিষয়েও হয়তো এমন কোন অসুবিধা ছিল না যাতে করে শিক্ষার্থীকে চোখে সরষে ফুল দেখতে হত।

এর পরেও উপরি সুবিধা ছিল নোট বই। নোট বইয়ের ওপর তখন কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। বরং আমরা যারা অনাবশ্যকবশতঃ নোট বই কিনতে চাইতাম না, পুস্তক বিক্রেতাগণ তা জোর করে চাপাতে চাইতো। বলতো, নোট বই না কিনলে মূল বইও বিক্রি করা হবে না। শিক্ষার জন্য নোট বই নিষিদ্ধকরণ স্তর অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। তার পর হয়তো শিক্ষার্থীর পরনির্ভরশীল হওয়ার সময়কাল উপস্থিত হয়। সে জন্যেই নবম শ্রেণী থেকে যাবতীয় নোট বই-ই বাজারে সসম্মানে ক্রয়-বিক্রয় হতে পারে। অর্থাৎ যারা দুর্বল, যাহায্য তাদের জন্য নিষিদ্ধ, অপর পক্ষে সকলের সাহায্য পেতে নীতিগত বাধা নেই। পরীক্ষা শুরু হলে পিতা-মাতার ভর্ৎসনা শুরু হয়। শিক্ষার্থী স্কুলকে তখন ভয় পায়। বাড়ি থেকে কেউ পালায়। 'পত্রিকায় ফিরে এসো' বিজ্ঞাপন বের হয়। উদ্বিগ্ন অভিভাবক তখন নিজের এবং সন্তানের বর্তমান, ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন দেখেন। সেই অন্ধকার পথ বেয়েই গৃহে প্রবেশ করেন গৃহশিক্ষক।

অপ্রিয় হলেও সত্য যে, কোন কোন শিক্ষাঙ্গনের অনিবার্য শৈথিল্যের কারণেও গৃহশিক্ষকের প্রয়োজন তীব্রতর হয়। আমাদের অভিভাবকরা বলতেন এবং তাঁদের যাঁরা সমসাময়িক তাঁরাও স্বীকার করবেন যে, তাঁদের সময়ে প্রতিটি পাঠ এমনভাবে শ্রেণীতে বুঝিয়ে দেয়া হতো যে, কোন ছাত্র-ছাত্রীর পড়া না শিখে উপায় ছিল না। এ ব্যাপারে যিনি যত কড়া, বাড়িতে বসে তাঁর পাঠ্যাংশই তৈরী করতে হতো আগে। আজকের শিক্ষা মনোবিজ্ঞান অবশ্য উপদেশ দেয় যে, শিক্ষার্থীর সাথে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের মধ্য দিয়েই শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে পৌঁছে দেয়া দরকার। জানিনা, এই ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বও আশানুরূপ পাঠোন্নতির অন্যতম অন্তরায় কি না। উপদেশটি যে একেবারেই মূল্যহীন তা বলছি না। তবে যিনি এই উপদেশ বাণী লিপিবদ্ধ করেছেন, কে জানে হয়তো তিনিও মানুষ হয়েছেন শিক্ষকের কড়া শাসনের মধ্য দিয়েই। এই উপদেশমন্ত্রের দীক্ষায় অনেক অভিভাবকও আজ বড় সজাগ।

—মোঃ আবদুস সোবহান

শিক্ষিত বেকার সমস্যা

বর্তমানে দেশে সবচেয়ে যে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করেছে তা হচ্ছে বেকার সমস্যা। তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেরও এই বেকার সমস্যা সবচেয়ে বেশী। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে অভিভাবক মহলকে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়। কখনো বা পড়ার খরচ চালানোর প্রয়াসে অনেকে জমি বন্ধক, হালের গরু বিক্রি পর্যন্ত করতে হয়। এত ত্যাগ স্বীকারের পর সন্তানরা যখন শিক্ষা জীবনের ইতি টেনে চাকরির খোঁজে ফেরে তখন তাদের নিরাশ হতে হয়। কোথাও চাকরি খালি নেই। শিক্ষিত বেকাররা হতাশায় নিমজ্জিত হোক এটা দেশ ও সমাজের কাঙ্ক্ষিত নয়। মাঝে মাঝে অবশ্য আশার বাণী শোনা যায়। কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিলো—বেকারদের জন্য সরকারী উদ্যোগে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে।

কিন্তু কবে নাগাদ তা বাস্তবায়িত হবে জানি না। আমাদের দেশে এ ধরনের শুভ উদ্যোগ আর্থিক আনুকূল্য, প্রয়োজনীয় উৎসাহ ও সহযোগিতার অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম সংস্থান নামে যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তাও নাকি বন্ধ হয়ে গেছে।

এটি একটি মহৎ পরিকল্পনা। কিন্তু এই শুভ উদ্যোগটি কেন বন্ধ করা হয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। তাই গঠনমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে আমাদের দেশের জটিল সমস্যা—বেকার সমস্যার সমাধান প্রয়োজন এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী। বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।

—ফারুক হাসান